

সভাপতিঃ ভূপালী সরকার

প্রশাসক

উপজেলা পরিষদ, ঝিকরগাছা, যশোর।

স্থানঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর, ঝিকরগাছা, যশোর।

তারিখঃ ২৮/১১/২০২৪ খ্রিঃ

উপস্থিতির তালিকাঃ সংযুক্ত

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানান। তিনি সদস্য সচিব উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার কে সভার কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে জানান যে, নিরাপদ প্রাণিজ আশ্রয়ের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ঝিকরগাছা উপজেলার সাধারণ জনগন দারিদ্র বিমোচনে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বতন্ত্রভাবে পারিবারিকভাবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামারে গবাদিপশু পালন-পালনে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে প্রাণিসম্পদ বিভাগের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, মাঝারি, বড় সকল ধরনের গবাদিপশুর খামারে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়া, উচ্চ খাদ্য ও ঔষধ মূল্য; দুধ ও মাংসের কম বাজার দর - এসব উপেক্ষা করেও খামারীরা ত্রু দপ্তরের পরামর্শ মোতাবেক উৎপাদন অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। সীমান্তবর্তী সংলগ্ন উপজেলা হওয়ায় এখানে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ বিশেষ করে পক্স (এলএসডি) রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এছাড়াও, অন্যান্য সংক্রামক রোগ (সেমন ফুরা, তড়কা, বাদলা, গলা ফোলা) এবং এসব রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে খামারীদের/কৃষকদের সচেতনতার অভাবে প্রতিবছর অনেক গবাদিপশুর অকাল মৃত্যু হচ্ছে। এতে খামারী/কৃষক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করাসহ প্রাণিসম্পদ বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ঔষধ/ভ্যাক্সিন সরবরাহ দিয়ে উৎপাদন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে প্রতিবছর পক্স (এলএসডি) রোগের টিকার যে বরাদ্দ পাওয়া যায় তা চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য। তাই উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তহবিল থেকে গবাদিপশুর পক্স (এলএসডি) রোগের টিকার ব্যবস্থা করা গেলে প্রাণিসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। এরপর সদস্য সচিব কমিটির অপর সম্মানিত সদস্য সিনিয়র উপজেলা মতস্য অফিসার কে তাঁর দপ্তরের আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বলেন। সিনিয়র উপজেলা মতস্য অফিসার সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ বিভাগের পাশাপাশি মতস্য বিভাগ ও নিরাপদ প্রাণিজ আশ্রয় উৎপাদনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেশীয় প্রজাতির মাছ প্রায় বিলুপ্তির পথে যেগুলো সুস্বাদু, অধিক প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের চাহিদা বেশি। এজন্য মতস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা দরকার যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাছ ধরা নিষিদ্ধ রেখে দেশীয় মাছের প্রজনন, বংশবৃদ্ধি এবং আবাসস্থল সুরক্ষিত করা যায়। এছাড়া, মতস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং দেশীয় প্রজাতির মাছের বিলুপ্তি রোধ করা সম্ভব। এ ব্যাপারে উজ্জ্বলপুর এবং শিমুলিয়া বাওড় কে মতস্য অভয়াশ্রম হিসেবে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সদস্য সচিব সভাকে আরো জানান যে, উপজেলা উন্নয়ন তহবিল হতে যদি বরাদ্দ পাওয়া যায় তবে উপজেলার সকল ইউনিয়নের জন্য পক্স রোগের প্রতিষেধক টিকা ক্রয় করে নিবিড় ভ্যাক্সিনেশনের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ উৎপাদন অব্যাহত রাখা যেতে পারে। মতস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলার জন্যও একইভাবে উপজেলা উন্নয়ন তহবিল হতে প্রকল্প জমা দেয়া যেতে পারে। উপস্থাপিত সকল বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা শেষে সকল সদস্য একমত পোষন করেন এবং সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিব ও সিনিয়র উপজেলা মতস্য অফিসার কে প্রকল্প জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্তসমূহঃ (১) উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, ঝিকরগাছা, যশোর উপজেলার উন্নয়ন তহবিল হতে পক্স রোগের প্রতিষেধক টিকা ক্রয় সংক্রান্ত প্রকল্প জমা দিবেন।

(২) সিনিয়র উপজেলা মতস্য অফিসার, ঝিকরগাছা, যশোর উজ্জ্বলপুর এবং শিমুলিয়া বাওড় কে মতস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলার জন্য প্রকল্প জমা দিবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।



প্রশাসক

উপজেলা পরিষদ, ঝিকরগাছা, যশোর

ও

সভাপতি

উপজেলা পরিষদের মতস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।